প্রকাশকের কথা

আমেরিকার অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা সংস্থা এফবিআই বা ফেডারেল ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশনের একশো তেরো বছরের (ব্যুরো অফ ইনভেস্টিগেশন নামে সূচনা ১৯০৮ সালে) ইতিহাসে রোমহর্ষক তদন্তের সংখ্যা অগুনতি। অপরাধের যত রকম বৈচিত্র্য হতে পারে তার সব কিছুর মোকাবিলা করাই এফবিআই-এর কাজের আওতায় পড়ে। দেশের অভ্যন্তরে খুন, ডাকাতি, মাদকচক্র, জালনোট, মানবপাচার, সন্ত্রাসবাদ ইত্যাদি সব কিছুর তদন্ত করার দায়িত্ব এফবিআই-এর ওপর ন্যস্ত। তবে যে কোনও ছোটোখাটো অপরাধের ক্ষেত্রে অবশ্য এফবিআই হস্তক্ষেপ করে না। যেখানে অপরাধের কিনারা করতে স্থানীয় পুলিশের অতিরিক্ত সাহায্যের প্রয়োজন কিংবা অপরাধের ক্ষেত্র আমেরিকার একাধিক রাজ্যের মধ্যে বিস্তৃত, একমাত্র সেক্ষেত্রেই এফবিআই তদন্তে নামে। এদিক থেকে দেখলে এফবিআই-এর ভূমিকা অনেকটা আমাদের দেশের সিবিআই-এর মতো। তবে এফবিআই-এর কর্মক্ষেত্র সিবিআই-এর চেয়ে অনেক বেশি প্রসারিত, তদন্ত পদ্ধতিও অনেক উন্নত।

বিগত কয়েক বছর ধরে এফবিআই কর্তৃপক্ষ তাঁদের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ কেস সংক্রান্ত নথিপত্র ডি-ক্লাসিফাই করেছেন। এর ফলে এফবিআই-এর কাজকর্ম সম্পর্কে আমাদের জানার সুযোগ বেড়েছে। এই বইয়ে লেখক এফবিআই-এর ডি-ক্লাসিফাই করা চারটি তদন্তের কাহিনি পাঠকের সামনে তুলে ধরেছেন। প্রথম কাহিনি নিউ ইয়র্কের কুখ্যাত ম্যাড বম্বারকে নিয়ে, যে অপরাধী একের পর এক বোমা বিস্ফোরণ ঘটিয়ে নিউ ইয়র্ক শহরকে ত্রস্ত করে রেখেছিল দীর্ঘ সতেরো বছর। এই তদন্তে এফবিআই প্রথমবার সফলভাবে ক্রিমিনাল প্রোফাইলিং টেকনোলজি ব্যবহার করে, যা পরবর্তীকালে এফবিআইকে আন্তর্জাতিক খ্যাতি এনে দেয়।

দ্বিতীয় কাহিনি আবর্তিত হয়েছে মার্কিন গুপ্তচর সংস্থা সিআইএ-র অভ্যন্তরে ঢুকে পড়া এক সোভিয়েত গুপ্তচরকে নিয়ে। দিনের পর দিন সিআইএ-র অভ্যন্তরে থেকে নিঃশব্দে আমেরিকার জাতীয় নিরাপত্তার বহু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য ফাঁস করে দেওয়ার পর এই গুপ্তচরকে কীভাবে এফবিআই গ্রেফতার করল, তা নিয়েই এই গল্প। তৃতীয় কাহিনিতে লেখক শুনিয়েছেন সাম্প্রতিক কালের এক কুখ্যাত সিরিয়াল কিলারের কথা, যার অন্যতম শিকার বিখ্যাত ফ্যাশন ডিজাইনার জিয়ানি ভারসাচে। পাঁচটি খুন করার পর খুনি যখন কোণঠাসা, তখন গ্রেফতারি এড়াতে

আত্মহত্যা করে অপরাধী। চতুর্থ তথা শেষ কাহিনিতে লেখক তুলে ধরেছেন মেক্সিকোর কুখ্যাত মাদকচক্র লস সেটাস-এর বিরুদ্ধে এফবিআই-এর অভিযান। মেক্সিকোর মাদক ব্যাবসা থেকে উপার্জিত কালো টাকা আমেরিকার রেসের মাঠে পাচার করে সেই টাকাকে সাদা বানানোর এক জটিল পরিকল্পনা করেছিল দুর্ধর্ষ ড্রাগ মাফিয়ারা। তাদের পুরো পরিকল্পনা বানচাল করে দেয় এফবিআই-এর এক তরুণ এজেন্ট।

চারটি কাহিনি চার রকম স্বাদের। কিন্তু পাঠককে একটি কথা স্মরণ করিয়ে দেওয়া ভালো যে, যেহেতু ঘটনাগুলি কোনো কাল্পনিক কাহিনি নয়, বরং নির্ভেজাল পুলিশি তদন্তের ভিত্তিতে লেখা, সেজন্য হয়তো স্থান বিশেষে একটু বেশি জটিল মনে হতে পারে। কিন্তু সেজন্য সেই জায়গাগুলিকে এড়িয়ে গেলে এফবিআই-এর তদন্ত প্রক্রিয়া বুঝতে সমস্যা হতে পারে।

লেখক জানিয়েছেন এফবিআই-এর আরও কিছু সাড়া জাগানো কেস নিয়ে এর পর তিনি শব্দ প্রকাশন-এর জন্য কলম ধরবেন। আমরা পরবর্তী পর্বের জন্য অপেক্ষায় থাকব। আশা করি ‘এফবিআই ফাইল থেকে’ পাঠকদের শুভেচ্ছা থেকে বঞ্চিত হবে না।

শব্দ প্রকাশন

সূচিপত্র

ত্রাসের দেশ নিউ ইয়র্ক

১১

দ্য স্পাই হু কেম ইন ফ্রম দ্য কোল্ড

৫৫

খুনির সঙ্গে লুকোচুরি

১০২

ড্রাগ মাফিয়ার ঘোড়ারোগ

১৫৬

ত্রাসের দেশ নিউ ইয়র্ক

অস্কার বিজয়ী ছবি ‘দ্য সাইলেন্স অফ দ্য ল্যাম্বস’ এফবিআই স্পেশাল এজেন্ট রবার্ট কেসলারের একেবারেই পছন্দ হয়নি! অ্যান্থনি হপকিনস এবং জোডি ফস্টারের দুর্দান্ত অভিনয় মাঠে মারা গেছে স্রেফ টেকনিক্যাল ত্রুটির জন্য। অন্তত সেরকমই বিশ্বাস কেসলারের।

কোথায় সেই টেকনিক্যাল ত্রুটি? কেসলার বলেছেন, আরে, এফবিআই পাগল নাকি যে ক্ল্যারিস স্টার্লিং-এর (জোডি ফস্টার) মতো একজন শিক্ষানবিশ এজেন্টকে হ্যানিবল লেক্টারের (অ্যান্থনি হপকিনস) মতো একজন ক্যানিবল সিরিয়াল কিলারের ইন্টারভিউ করতে পাঠাবে? না, ব্যাপারটা মোটেই এত সোজা নয়।

এই প্রসঙ্গে নিজের এক হাড় হিম করা অভিজ্ঞতার কথা শুনিয়েছেন রবার্ট কেসলার।

সিনেমার হ্যানিবল লেক্টারের চরিত্র গড়ে উঠেছে বেশ ক-জন সাইকোপ্যাথ সিরিয়াল কিলারের চরিত্র অবলম্বনে। তাদের একজন এডমন্ড এমিল কেম্পার। নিজের দাদু-দিদিমা, মা, মা’র বান্ধবী ছাড়াও আরও ছ-জনকে খুন করেছিল সে। প্রধানত অল্পবয়সি মেয়েরা তার শিকার হত। শিকারকে কথায় ভুলিয়ে নির্জন জায়গায় নিয়ে গিয়ে তাকে খুন করার পর মৃতদেহ নিজের বাড়িতে নিয়ে যেত এডমন্ড কেম্পার। সেখানে মৃতদেহের সঙ্গে যৌন সঙ্গম করার পর শরীরের মাংস কেটে খেত। নিহত ব্যক্তির মাথা দেহ থেকে মুচড়ে আলাদা করে নিয়ে সেটাকে ট্রফির মতো করে সংরক্ষণ করত। এরপর দেহটিকে টুকরো টুকরো করে পাচার করার বন্দোবস্ত করত। ১৯৭২ সালের মে থেকে ১৯৭৩-এর এপ্রিল

পর্যন্ত চলেছিল এডমন্ড কেম্পারের হত্যালীলা।

ক্যালিফোর্নিয়ার বারব্যাঙ্ক জেলখানায় মৃত্যুদণ্ডপ্রাপ্ত অপরাধীদের সেলের কাছাকাছি একটি সুরক্ষিত কক্ষে আটকে রাখা হয়েছে কেম্পারকে (এখানে বলে রাখা ভালো এডমন্ড কেম্পারের কিন্তু মৃত্যুদণ্ড হয়নি, তাকে দেওয়া হয়েছিল আমৃত্যু কারাদণ্ড)। রবার্ট কেসলার এফবিআই-এর বায়ো-বিহেভিয়ারাল ইউনিটের অফিসার। তিনি কেম্পারের ইন্টারভিউ নিচ্ছেন ক্রিমিনাল প্রোফাইল তৈরি করার জন্য। এক সময় ইন্টারভিউ শেষ হল। কেসলার বাজার টিপলেন। কিন্তু বাইরে সিকিউরিটি গার্ডের দেখা পাওয়া গেল না। বদ্ধ সেলে মুখোমুখি রবার্ট কেসলার এবং এডমন্ড কেম্পার, বাইরে থেকে সেলের দরজা বন্ধ করা।

হঠাৎ চঞ্চল হয়ে উঠল এডমন্ড কেম্পার। কেসলারের দিকে তাকিয়ে এক ভয়ংকর হাসি হেসে বলল, "আমি যদি তোমার মাথাটা এখন দু-হাতে মুচড়ে ধড় থেকে আলাদা করে নিয়ে সাজিয়ে রাখি, তাহলে সিকিউরিটি গার্ড যখন দরজা খুলতে আসবে, তখন খুব সারপ্রাইজড হবে, তাই না?"

প্রচণ্ড আশঙ্কায় রবার্ট কেসলারের বুক কেঁপে উঠল। তাঁর সামনে ছ-ফুট ন-ইঞ্চি লম্বা, একশো তেত্রিশ কেজি ওজনের এক উন্মাদ খুনি! অন্যদিকে তিনি একা। কাছাকাছি সাহায্য করার মতো কেউ নেই।

কিন্তু রবার্ট কেসলার এফবিআই-এর বায়ো-বিহেভিয়ারাল ইউনিটের ঝানু অফিসার। বিপদে তাঁর মাথা ঠান্ডা রাখার প্রশিক্ষণ আছে। এডমন্ড কেম্পারের দিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে তিনি বললেন, "সেই চেষ্টা না করাই ভালো, এডি। তোমার কি মনে হয় তোমার সম্পর্কে কিছু না জেনে একেবারে নিরস্ত্র অবস্থায় আমি তোমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি? আসলে আমি তোমার জন্য বুলেট নষ্ট করতে চাই না যদি না তুমি আমাকে একান্ত বাধ্য করো। আর আমার মনে হয় একবার যখন ডেথ সেনটেন্স এড়িয়ে গেছ, তখন সেটাকে এক্ষুনি নেমন্তন্ন করে ডেকে নিয়ে আসা তোমার পক্ষে ভালোই হবে।"

জোঁকের মুখে নুন পড়ল! এডমন্ড কেম্পার মুহূর্তে স্বাভাবিক হয়ে গিয়ে বলল, "না না, আমি মজা করছিলাম। এই সময় সিকিউরিটি গার্ড অন্য সেলে খাবার দিতে যায়। এক্ষুনি এসে যাবে।"

তার কথা ঠিক প্রমাণ করে কিছুক্ষণের মধ্যেই সিকিউরিটি গার্ড এসে সেলের দরজা খুলে রবার্ট কেসলারকে বের করে নিয়ে আসে। তার দোষ নেই, আজ কেসলার ইন্টারভিউ নির্ধারিত সময়ের আগেই শেষ করেছেন। এ সময়টা সে রোজই অন্য বন্দির সেলে লাঞ্চ পৌঁছে দিতে যায়। বাইরে এসে হাঁফ ছাড়েন রবার্ট কেসলার। তিনি ছিলেন পুরোপুরি নিরস্ত্র, হ্যান্ডগান দূরের কথা সঙ্গে একটা সেফটিপিন পর্যন্ত ছিল না। তাঁর অভিনয় দেখে এডমন্ড কেম্পার ধরে নিয়েছিল এফবিআই এজেন্টের কাছে আগ্নেয়াস্ত্র আছে, সে-জন্য আর অ্যাডভেঞ্চার করার কথা ভাবেনি সে। নইলে যে কী হত!